বাংলায় বিজ্ঞানের অনুবাদ

অনির্বাণ কুণ্ডু

বাংলায় মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি যে পরিমাণে হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ সে ভাবে হয়নি। কেন, তার একটা কারণ বহুকাল আগে মুজতবা আলী সাহেব বলে গেছেন — স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না বলে। এখন পরিস্থিতি কিছুটা পালটেছে, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য যেমন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রচুর পরিমাণে এবং সাবলীলভাবে অনূদিত হয়, সে তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্যই বা কতটুকু অনূদিত হয়?

সাহিত্যের যখন এই অবস্থা, বিজ্ঞানের অবস্থা যে আরও করুণ হবে, সে বলাই বাহুল্য। প্রকাশককে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলবেন, বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করলে পড়বে কে, যারা পড়তে পারে তাদের বেশির ভাগই তো মূল ইংরেজিতে পড়ে নিতে পারবে। শুধু শুধু আর অনুবাদ করা কেন?

এটা একটা সাংঘাতিক কুযুক্তি। তার অন্তত তিনটে কারণ আছে।

প্রথম, সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞানের বই অনুবাদ করা অনেক সোজা। তার কারণ, এখানে সাহিত্যের রস সার্থকভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে আসার কোনও ব্যাপার নেই। যাঁরা কখনও কবিতা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখুন সবদিক থেকে সার্থক অনুবাদ, যাকে বলে নিটোল রসসৃষ্টি, বড়ই দুর্লভ। বিজ্ঞানের একটা আন্তর্জাতিক ভাষা আছে। যিনি অনুবাদ করবেন, তাঁকে বাংলাটা জানতে হবে, আর বিজ্ঞানের সম্বন্ধেও একেবারে অজ্ঞ হলে চলবে না। এটুকুই।

দ্বিতীয়, সব বিজ্ঞানের বই মোটেই ইংরেজিতে লেখা হয় না। এর উদাহরণ পরে দেব। রুশ জার্মান ফরাসি বা স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বই পড়তে গেলে আমাদের ভরসা তার ইংরেজি অনুবাদ। তা অনুবাদই যখন পড়ব, তখন সরাসরি বাংলায় নয় কেন? এটা তো ঠিক, ইংরেজির চেয়ে বাংলায় লিখলে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় অনেক বেশি। আর এই সব ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদে পারদর্শী অনেকেই আছেন।

তৃতীয়, বিজ্ঞানের বইয়েরও একটা পাঠকগোষ্ঠী আছে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে চাকরিতে অবসর নেওয়া মানুষজন, সকলেই এই গোষ্ঠীতে পড়েন। হ্যাঁ, বিজ্ঞানের বই বিক্রি করে লাভ হয় না, শরদিন্দু সত্যজিৎ বা সুনীলের জনপ্রিয়তার ধারেকাছেও কোনও বিজ্ঞানের বই আসতে পারবে না। (স্টিফেন হকিং নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলারে ছিলেন, তিনি ব্যতিক্রম।) কিন্তু সব বই তো আর লাভের জন্যে ছাপা হয় না, অনেক প্রকাশক আছেন যাঁরা সাহস করে ভালো প্রবন্ধ বা কবিতার বই ছাপেন। বিজ্ঞানের বইই বা নয় কেন? আনন্দের কথা, এখন বেশ কিছু প্রকাশক বিজ্ঞানের বইকে আর

অপাংক্তেয় মনে করছেন না।

এখানে বিজ্ঞান বলতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথাই বলব। বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইতিহাস কিন্তু অনেক দিনের। অক্ষয়কুমার দত্তের নাম অনেকেই জানেন, বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখার ব্যাপারে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। বঙ্কিমের ''বিজ্ঞানরহস্য'' পড়লে বোঝা যায়, তিনি মূল লেখাটা ইংরেজিতে পড়ে তার ভাবানুবাদ করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ নয়, এবং কয়েকটি জায়গায় যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা এখন আর চলে না। কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞানের হিসেবে বইটিতে তথ্যগত কোনও ত্রুটি নেই। (বঙ্কিম লিখেছেন, সূর্যের আলো ও তাপের কারণ তার ক্রমাগত কুঁচকে যাওয়া, এখন আমরা জানি এটা ঠিক নয় কিন্তু তখন বিজ্ঞানী জেমস জীনসের এই তত্ত্বটিই গ্রাহ্য ছিল।) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয় তো সাহিত্যের বর্ণচ্ছটাতেও উজ্জ্বল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা জগদানন্দ রায়ের নামও করতে হয়, বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে তাঁরাও অনেক লিখে গেছেন।

এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে মৌলিক লেখা নয়। অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ । সরাসরি অনুবাদ, ভাবানুবাদ নয়। বাংলায় বিজ্ঞানের বই অনুবাদের কথা বলতে গেলে কয়েকটা জিনিস মনে রাখলে ভালো হয়।

প্রথম, জ্ঞানবিজ্ঞানের বই মানেই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই নয়। সত্যি বলতে কি, পাঠ্যবই অনুবাদের কোনও উদাহরণ মনেও পড়ছে না। ওপার বাংলায় শুনেছি কিছু হয়েছে। তার একটা কারণ, বাংলাদেশ মূলত একভাষী রাষ্ট্র, আমাদের মত ইংরেজি শেখার বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। সেটা ভালো কি খারাপ, এখানে সে কথা অবান্তর। যে ভাষা শিক্ষিত সমাজেও সর্বত্রগামী নয়, সে ভাষায় লিখিত পাঠ্যবই অনুবাদ করতেই হবে — যদি না তার উপযুক্ত বিকল্প তৈরি থাকে। এখানে মনে করা যেতে পারে, একশো বছরেরও বেশি আগে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা মূল জার্মান থেকে ইংরেজিতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছিলেন, সঙ্গে আরও কিছু প্রবন্ধ, এবং আইনস্টাইনের প্রবন্ধের ইংরেজিতে সেটিই প্রথম অনুবাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের ব্যবস্থা করতেই তাঁরা অনুবাদটি করেছিলেন। যতই হোক, ইংরেজি আমাদের শিক্ষিত সমাজে দুর্বোধ্য নয়, তার স্থান অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতোই।

দ্বিতীয়, স্কুলের পাঠ্যবই বাংলায় অনেক লেখা হয়েছে, তার কারণ স্কুলের পরীক্ষায় বাংলায় উত্তর লেখা যায়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন না বাংলায় উত্তর লেখা সর্বজনগ্রাহ্য হবে, ততদিন সেই স্তরের বাংলা পাঠ্যবই — মৌলিক বা অনুবাদ — খুব বেশি জনপ্রিয়তা পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বাংলায় স্নাতক স্তরের জন্যে বেশ কিছু পাঠ্যবই প্রকাশ করেছিলেন। যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই স্বনামধন্য অধ্যাপক। কোনও কোনও বই তো সে বিষয়ে চলতি ইংরেজি বইয়ের থেকেও ভালো ছিল — যেমন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ''পদার্থের ধর্ম'' বইটি, কিন্তু সেগুলো অনুবাদ নয়, আমি তাকে মৌলিক সৃষ্টিই বলব। আসলে বাংলায় পড়ে পরীক্ষার সময় মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে লেখা কষ্টসাধ্য। এমনিতে বাংলায় বেশ কিছু পাঠ্যবই আছে, যা পড়লেই বোঝা যায় লেখকরা দু-তিনটি, কখনও বা একটিমাত্র, বিদেশী বই থেকে ''না বলিয়া পরদ্রব্য আত্মসাৎ'' করেছেন, কিন্তু তাকেও অনুবাদ বলা যায় না।

তৃতীয় বিষয়টা হল পরিভাষার সমস্যা। ''বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখব বা অনুবাদ করব কী করে, পরিভাষা কই?'' এটা একটা বহুপ্রচলিত অজুহাত। আগে একটা কুযুক্তির কথা বলেছি, এটাও একরকমের কুযুক্তি। বিজ্ঞানে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার পরিভাষার সর্বজনমান্য তালিকা আছে। হিন্দিতে তো আছেই, বাংলাতেও আছে। তার অনেক শব্দ দৈনন্দিন জীবনেও চলে, যেমন লোহা, ক্ষার, চুম্বক,

এমনকি একটু শক্ত শব্দ অতিবেগুনি, বিবর্তন, সন্ধিপদ বা সালোকসংশ্লেষও নিতান্ত অপরিচিত নয়। কখনও কখনও চমৎকার চলতি বাংলা শব্দ থাকতে জোর করে সংস্কৃতগন্ধী শক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন আয়নার বদলে দর্পণ, তারও কারণ বোঝা যায় না। অনেক শব্দ একেবারেই পারিভাষিক, বিজ্ঞানের বইয়ের বাইরে চলতি ভাষায় তার দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু তার ইংরেজি শব্দগুলোও কিছু সাহেবদের দেশে মাঠেঘাটে ব্যবহৃত হয় না। কৃষ্ণগহ্বর বললে আমাদের দেশের দোকানদার যা বুঝবে, ব্ল্যাক হোল বললে ইংরেজ চাষা তার চেয়ে বেশি কিছু বুঝবে না। আর কিছু শব্দ বাংলা হরফে রেখে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়, যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বাংলা করতে গেলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চেয়ে ভালো কিছু মনে আসছে না। মেকানিক্সের বাংলা বলবিদ্যা, এটা স্বীকৃত পরিভাষা, কিন্তু কোয়ান্টামের বাংলা করার প্রয়োজন নেই। তেমনি, সালফিউরিক অ্যাসিডকে গন্ধকাম্ল বললে কেউ বুঝবেন না। ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষা থেকে তো আমরা অনেক শব্দ নিয়েছি, না হয় কয়েকটা পারিভাষিক শব্দও নিলাম।

সার্থক অনুবাদ বাংলায় কি নেই? আছে। কয়েকটা উদাহরণ দিই।

প্রথমেই যে বইটির কথা মনে এল তা বিজ্ঞানের পাঠ্যবই না হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত — প্রখ্যাত আইরিশ বিজ্ঞানী জন ডেসমণ্ড বার্নালের চার খণ্ডে ''সায়েন্স ইন হিস্ট্রি", আশীষ লাহিড়ী ''ইতিহাসে বিজ্ঞান" নামে তার চমৎকার একটি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদটি বার্নালের লেখার মূল স্পিরিটকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি, বার্নালের মূল বইটির মতো এটিও পাঠকের মেধা ও মনোযোগ দাবি করে।

আমাদের ছোটবেলায়, যখন সস্তায় প্রচুর রুশ সাহিত্য কলকাতায় পাওয়া যেত, তখন রুশ বিজ্ঞান লেখক ইয়াকভ পেরেলমানের কয়েকটি অসাধারণ বই বাংলায় অনুবাদ হয়েছিল। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল ''জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর" বলে একটি বই। শুভময় ঘোষ অনুবাদ করেছিলেন। আরও দুখানা বই ছিল অবশ্যপাঠ্যের তালিকায় — ''পদার্থবিদ্যার মজার কথা", আর ''অঙ্কের ধাঁধা" (এই দ্বিতীয় বইটি এখন হাতের কাছে নেই, তবে নাম বোধহয় এই রকমই ছিল)। এদের কেন সার্থক অনুবাদ বললাম, তার কয়েকটা কারণ আছে। অনুবাদগুলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। বাঙালি কিশোরকিশোরীদের গড়গড় করে পড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধেই হবার কথা নয়। মূল রুশ ভাষায় যেরকম গল্প, ধাঁধা, মজার ছলে বিজ্ঞানের অনেক জিনিস আলোচনা করা হয়েছিল (আমি মূল পড়িনি, তবে ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি) বাংলায় সেই রস পুরোমাত্রায় বজায় আছে। অথচ ভাববার বিষয় আছে বিস্তর। যেমন প্রথমে যে জ্যোতির্বিদ্যার বইটির কথা বললাম, সেখানে নানারকম অদ্ভুত প্রশ্নের সামনে পাঠককে ফেলা হয়েছে — গ্রহণের হিসেব কী করে করা হয়, জুল ভের্নের বইয়ের ভুল কোথায়, পৃথিবীর অক্ষ কাত না হয়ে খাড়া হলে কী হত, এইরকম।

হাতের কাছে একটি ফরাসি বইয়ের অনুবাদ আছে, একেবারেই ছোটোদের জন্যে লেখা, তার নাম ''আলো আর রং"। মূল ফরাসি থেকে চমৎকার অনুবাদ, স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পক্ষে আদর্শ বই। ফরাসিতে লিখেছেন জঁ-পিয়ের ভের্দে, ছবি এঁকেছেন ল্যুক ফাভরো। বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রোজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়, বর্তমান সংস্করণটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। পকেটবইটি প্রায় ছোটখাট এনসাইক্লোপিডিয়া, কী নেই তাতে! আলোর তরঙ্গতত্ত্ব থেকে শিল্পীরা কীভাবে ছবি আঁকেন, অবশ্যই একদম ছোটদের মত করে। একই বইতে প্রিজম আর লেসার থেকে শুরু করে ভান গখ আর গল সেজানের ছবি — এই রকম বইয়ের অনুবাদ যত হয়, ততই ভালো।

আইজাক আসিমভের ''বিগিনিংস" নামে একটি বই আছে, বিভিন্ন জিনিস বা ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে

হয়েছিল তাই নিয়ে। মানুষের ওড়া দিয়ে আসিমভ শুরু করেছেন, তারপর পিছিয়ে যেতে যেতে শেষ করেছেন মহাবিশ্বের সূচনালগ্নে। ''সূত্রপাত'' নাম দিয়ে বইটির অনুবাদ করেছেন পলাশবরন পাল ও শেখর গুহ, অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত। অত্যন্ত ঝরঝরে ও সপ্রতিভ অনুবাদ, বিজ্ঞানে যাঁদের সামান্যতম উৎসাহ আছে তাঁদেরই ভালো লাগা উচিত।

বিজ্ঞানের শক্ত প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ খুব বেশি কেউ করেননি। সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধটি জার্মানে, বাংলায় তার অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার, কিন্তু সে অনুবাদটি আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। তবে এইরকম প্রয়াস যে বিরল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আরও নিশ্চয়ই অনেক অনুবাদ হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের না হলেও, বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের অনুবাদ হয়েছে তো বটেই। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব আলোচনার জায়গা নেই। তবে এটা ঠিক, যত অনুবাদ হলে ভালো হত আমরা তার অতি ক্ষুদ্র শতাংশে পৌঁছতে পেরেছি। বিজ্ঞান ভালোবাসেন, বাংলা এবং মূল যে ভাষা থেকে অনুবাদ করছেন তার ওপর দখল আছে, এইরকম লোকেরা যতদিন না আরও বেশি করে এগিয়ে আসবেন, ততদিন এই ফাঁক পূর্ণ হবার নয়।

অনির্বাণ কুণ্ডু : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্দার্থবিদ্যার অধ্যাপক। গবেষণার বিষয় কণা পদার্থবিদ্যা। একাধিক সর্বভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির নির্বাচিত ফেলো।